NOV. 23 2002

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে বিনীত আরজ

ঔপনিবেশিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন হেতু সাবেক পাকিস্তানি আমল থেকে এ যাবৎ অনেক শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক শিক্ষা কমিশন গঠিত হবে। তবে ফলাফল শূন্যই থেকে যাবে তবুও পড়ালেখা চলতেই থাকবে। আমার ৩৫ বছরের শিক্ষকতার আলোকে বলতে পারি, বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদান অব্যাহত থাকলে নাম দস্তখত করা শিক্ষিতের হার, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা এবং ফেলের হার বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। যেহেতু পাঠ্যসূচি প্রণেতাগণ নিজের এবং তাদের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল অথবা কোচিং সেন্টারে পড়ুয়া সন্তানদের মেধা ও অপারগতাকে প্রাধান্য দিয়ে অথবা উন্নত দেশের পাঠ্যসূচি অনুকরণে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলের চাষাভুষা অশিক্ষিতদের সন্তানের মেধা এবং পড়ালেখার সুযোগহীনতার প্রতি এতটুকু নজর দেন না। গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাস ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো ইংরেজি বর্ণমালা পড়তে এবং লিখতে পারে না, অথচ ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ইংরেজি দুই পেপার কমিউনিকেটিভ এবং কম্প্রিহেন্সিভ পদ্ধতিতে পড়তে হয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, 'মাতৃভাষা' গ্রামার না পড়েও বলা এবং বোঝা যায়। কারণ শিশুরা তাদের প্রয়োজনীয় শব্দগুলো এবং তা বাক্যে প্রয়োগ বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে শিখে নেয়; কিন্তু মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য বিদেশী ভাষা শেখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকাশ, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের একমাত্র ভরসা স্কুল। প্রাইভেট পড়া দূরে থাক, একখানা গাইড বই কেনার সামর্থ্যও অনেক মা-বাবার নেই। এমতাবস্থায় ইংরেজি ভাষার মতো গুরুপাক সুখাদ্য হজম করা গ্রাম্য ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়। এছাড়া নবম ও দশম শ্রেণী থেকে পাটিগণিত নির্বাসিত। সাধারণ গণিত অংশে বীজগণিতের প্রশ্নমালা ৩.৮-এ ঐকিক, শতকরা, লাভ-ক্ষতি, সুদকষা (সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদসহ) ২৪টি অঙ্ক আছে। অতীতে পাটিগণিতে প্রতিটি বিষয়ের একাধিক প্রশ্নমালা থাকত। আবার সাধারণ গণিতে উচ্চতর গণিতের একাধিক প্রশ্নমালাও সংযোজিত হয়েছে। পরিমিতি অংশে মোট ৭টি প্রশ্নমালা আছে। সেখানে আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, রম্বস, ট্রাপিজিয়ম, সামন্তরিক, ত্রিভুজ, বৃত্ত, বৃত্তবিষয়ক, আয়তকার ঘনবস্তু, কোণক, বেলন ও গোলকবিষয়ক মাত্র ৩৯টি অঙ্ক আছে। এজন্যই দুর্মুখগণ বলেন, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় নকল করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যাক শিক্ষকদের করুণা এবং বদান্যতায় পড়ালেখায় সুযোগহীন ছাত্রছাত্রীরা কোনমতে ১০ম শ্রেণীতে উঠে এসএসসি নামক পুলছেরাতের সম্মুখীন হয়। তখন তাদের একমাত্র চিন্তা 'মারি সরি, পরি যেকোন কৌশলে'। তাই কেউ কেউ বহিষ্কৃত হয়। আবার অনেকে নয়নের জলে, কপোল ভাষায় অথবা ফল প্রকাশের পর গলায় দড়ি দেয়। যাদের লজ্জা একটু বেশি তারা সমাজচ্যুত হয়ে অন্ধকার জগতে চলে যায়। আবার অনেকে পড়ালেখা ইস্তফা দিয়ে মা-বাবার ঘাড়ে চেপে বসে। এসবের মূল কিন্তু বর্তমান পাঠ্যসূচি।

জাতীয় গণমাধ্যমে পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের তথা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না করে নকলের হেতু বর্তমান পাঠ্যসূচির প্রতি নজর দেয়া আবশ্যক।

সদাশয় শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আরজ, শিক্ষার্থীদের পারিপার্শ্বিক এবং আর্থিক অবস্থা সেই সঙ্গে তাদের বয়স, ধারণ ক্ষমতা এবং রুচিবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করুন এবং টিনএজারদের বৃহৎ অংশকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করুন।

মো. আইজ উদ্দিন (অব.) শিক্ষক
রাজবল্লভপুর, শেরপুর টাউন
শেরপুর।